সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস (ক্যাম) ২০২১

ক্যাম-২০২১ টুলকিট

বাংলাদেশে ৬ষ্ঠতম সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস (আন্তর্জাতিকভাবে ১৮তম) উদযাপনের নির্দেশাবলী

প্রস্তুতকরণে:

সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস বিষয়ক জাতীয় কমিটি (এনসিক্যাম)

+88 01957-61-62-63
+88 01559-08-04-24
www.cyberawarebd.com
mail@cyberawarebd.com
57 SEL Trident Tower
Purana Paltan Lane (13th floor)
Suite No: 1305, Dhaka 1000, Bangladesh

সূচিপত্র

বিষয়	পাতা নম্বর
ভূমিকা	৩
চ্যাম্পিয়ন উপকরণ	৫
বার্তা ও সাপ্তাহিক উপকরণগুলো	৬
প্রথম সপ্তাহ	৭
দ্বিতীয় সপ্তাহ	৮
তৃতীয় সপ্তাহ	৯
চতুর্থ সপ্তাহ	১০
কীভাবে সম্পৃক্ত হবেন	১১
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম	১৩
ইভেন্টস্ এবং প্রশিক্ষণসমূহ	১৪
অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি	১৬
যোগাযোগ	১৭

৬ষ্ঠতম সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাসের নতুন সংযোজন

প্রতি বছর নিজস্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা ক্যাম্পেইন পরিচালনায় নানা ধরনের বিশেষায়িত বার্তা ও ক্যাম্পেইনের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণ নিয়ে সাজানো সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস (ক্যাম)।

আন্তর্জাতিকভাবে ২০০৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে 'সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস' উদযাপিত হয়ে আসছে। সরকারি ও বেসকারি পর্যায়ে এটি একটি সমন্বিত উদ্যোগ। সাইবারনিরাপত্তা সচেতনতা মাস উদযাপনের মধ্য দিয়ে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে এটা নিশ্চিত করা হয় যে, ইন্টারনেটে নিরাপদ থাকতে ও অধিক নিরাপদ অনলাইনের জন্য যেসব পূঁজি থাকা আবশ্যক আমাদের তার সবই রয়েছে।

সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে বাংলাদেশে ২০১৯-২০২০ সালে দেশে সাইবার অপরাধের মধ্যে আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সামাজিক মাধ্যমসহ অন্যান্য অনলাইন একাউন্ট হ্যাকিং বা তথ্য চুরি। জরিপ থেকে এটিএম কার্ড হ্যাকিংয়ের মতো একটি নতুন অপরাধ শনাক্ত করা হয়। জরিপে সাইবার অপরাধের তুলনামূলক পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রথম স্থানে রয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অন্যান্য অনলাইন অ্যাকাউন্ট হ্যাকিংয়ের ঘটনা, যার হার ২৮ দশমিক ৩১ শতাংশ। যেখানে ২০১৯ সালের প্রতিবেদনে এই হার ছিল ১৫ দশমিক ৩৫ শতাংশ, যা এবারের তুলনায় প্রায় ১৩ শতাংশ কম ছিল। যদিও ২০১৯ সালের প্রতিবেদনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচারের ঘটনা ছিল ২২ দশমিক ৩৩ শতাংশ, কিন্তু এবার এই সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১৬ দশমিক ৩১ শতাংশে। সাইবার অপরাধের বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এদের মধ্যে বেশিরভাগ ভুক্তভোগীর বয়স ১৮-৩০ বছর এবং ভুক্তভোগীদের হার ৮৬ দশমিক ৯০ শতাংশ। বোঝা যাচ্ছে, দেশে 'সাইবার সচেতনতা' বাড়ানোর পাশাপাশি 'সাইবার লিটারেসি'ও বাড়াতে হবে।

আমেরিকার ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি অ্যালায়েন্স (এনসিএসএ) এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি এজেন্সি (সিআইএসএ) পৃথিবী জুড়ে সাইবার সচেতনতা মাসের নেতৃত্ব প্রদান করছে। বাংলাদেশে ২০১৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথমবারের মতো সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস উদযাপন শুরু করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন (সিসিএ ফাউন্ডেশন)। তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবীদের আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইনফরমেশন সিস্টেমস অডিট অ্যান্ড কন্ট্রোল অ্যাসোসিয়েশনও (আইসাকা) এই কর্মসূচি পালন করে আসছে। এর পর থেকে প্রতি অক্টোবরে ইন্টারনেটের নিরাপদ ব্যবহার নিয়ে বাংলাদেশে মাসব্যাপী নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে বিভিন্ন সংগঠন।

গত বছর সারা পৃথিবীর ৫০টির বেশি দেশের অগণিত বাণিজ্যিক-সামাজিক প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ের অসংখ্য **সাইবার চ্যাম্পিয়ন** সাইবার সচেতনতা মাসের কর্মসূচিতে অংশ নেয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখা পোস্ট করা, বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স তৈরি, প্রবন্ধ রচনা ও প্রকাশ, অনলাইন ইভেন্ট পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে 'সাইবার সচেতনতা মাস চ্যাম্পিয়ন'বৃন্দ পৃথিবীর কয়েক লক্ষ মানুষকে সাইবার নিরাপদ হতে সহযোগিতা করেছে।

- সম্প্রতি সিসিএ ফাউন্ডেশন **বাংলাদেশের সাইবার অপরাধ প্রবণতা ২০২১** শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক চিত্র ফুটে উঠেছে।
- অনলাইন জগতের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং ব্যক্তিগত সাইবার নিরাপত্তার উপর আলোকপাত করে প্রণীত সাইবার সচেতনতা মাসের লোগো, ব্র্যান্ডিং গাইডলাইন এবং মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে অন্যান্য উপকরণ এই টুলকিটে পাওয়া যাবে।
- প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এবং বাইরে সাইবার সচেতনতা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সব উপকরণ এই টুলকিটে পাওয়া যাবে।
- আমাদের সমন্বিত প্রয়াসই পারে এই অক্টোবরে সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতাকে এক নতুন মাত্রায় পৌঁছে দেয়ার বড় মাধ্যম।
- সাইবার সচেতনতা মাসে অংশগ্রহণের জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ

+88 01957-61-62-63
+88 01559-08-04-24
www.cyberawarebd.com
mail@cyberawarebd.com
57 SEL Trident Tower
Purana Paltan Lane (13th floor)
Suite No: 1305, Dhaka 1000, Bangladesh

প্রতিপাদ্য (থিম)

সাইবার সচেতনতা মাস ২০২১-এর মূল প্রতিপাদ্য হলো:

সচেতন রই #সাইবার_স্মার্ট_হই

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি শুধুমাত্র কোনো বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রযন্ত্রের দায়িত্ব নয়, বরং প্রথমত আমাদের সবার ব্যক্তিগত দায়িত্ব। আমরা সবাই যদি আমাদের যার যার অবস্থান থেকে অনলাইনে শক্তিশালী নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করি, ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকদের জানাতে পারি বা নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্যে এ বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করি- তাহলে আমাদের ভার্চুয়াল জগৎ আরও বেশি নিরাপদ হবে এবং সবার তথ্য সুরক্ষিত থাকবে।

লোগো এবং ব্র্যান্ডিং

আমেরিকার ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি অ্যালায়েন্স (এনসিএসএ) এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি এজেন্সি (সিআইএসএ) ২০২০ সালে সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাসের লোগো প্রণয়ন করে। তার আদলে বাংলাদেশের 'সাইবার সচেতনতা মাস বিষয়ক জাতীয় কমিটির (এনসিক্যাম)' তৈরি সার্বজনীন লোগোটি যে কোনো সময়ে যে কোনো ধরণের প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ব্যবহার করতে পারে।

সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস

সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস

সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাসের লোগোসহ অন্যান্য ডিজাইন উপকরণ ডাইনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে।

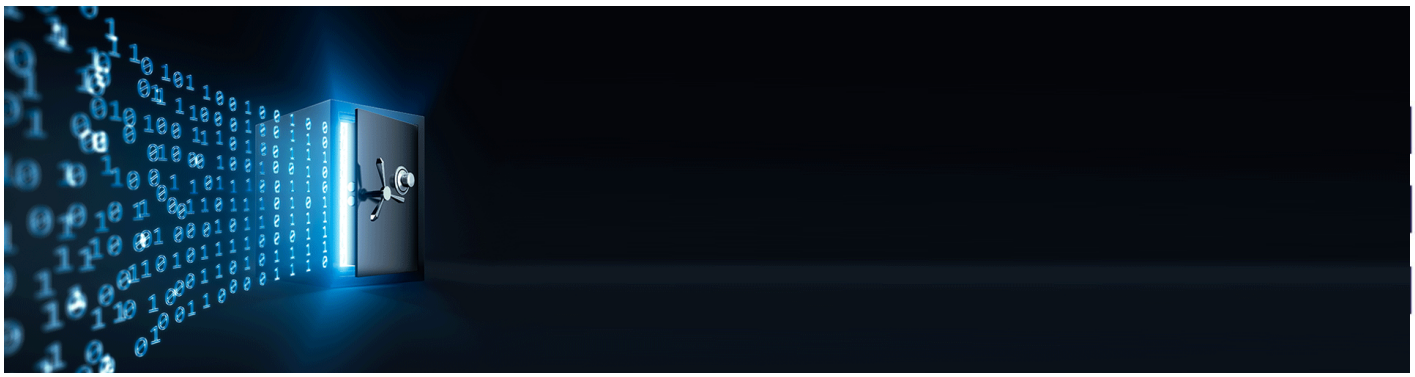

ক্যাম চ্যাম্পিয়নের উপকরণগুলো

সাইবার সচেতনতা মাসের টুলকিটটি ব্যবহার করে নিজস্ব সৃজনশীল **'সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস ক্যাম্পেইন'** তৈরি করা যাবে। আপনার প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থা বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপকরণটি নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় করার পরামর্শ রইল।

সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস ২০২১ -এর পিডিএফ টুলকিট। এই টুলকিটে থাকছে-

- সাইবার সচেতনতা মাস ২০২১ এর বার্তাসমূহ এবং কার্যক্রম
- সাইবার সচেতনতা মাসে সংযুক্ত হওয়ার উপায়
- নিজস্ব উদ্যোগে নেয়া কর্মসূচিকে সাইবার সচেতনতা মাসের সঙ্গে সমন্বয়ের উপায়
- সাইবার সচেতনতা মাস উদযাপনের নিমিত্তে কর্মীদের কাছে ইমেলের নমুনা
- চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রেস রিলিজের নমুনা
- প্রত্যেক সপ্তাহের প্রতিপাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রবন্ধ
- সাইবার সিকিউরিটি সচেতনতা মাসের লোগো ও ব্র্যান্ডিং গাইডলাইন
- সোশ্যাল মিডিয়া গ্রাফিক্স- টুইটার, ফেইসবুক এবং লিংকড ইন
- সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের উদাহরণ
- ব্র্যান্ডেড পাওয়ার পয়েন্ট টেমপ্লেট
- ব্র্যান্ডেড ভিডিও কনফারেন্স ব্যাকগ্রাউন্ড
- ব্র্যান্ডেড ইমেল সিগনেচার
- টুলকিটের বিস্তারিত বর্ণনায় নিজস্ব ক্যাম্পেইন তৈরির সৃজনশীল ধারণা পাওয়া যাবে।

+88 01957-61-62-63
+88 01559-08-04-24
www.cyberawarebd.com
mail@cyberawarebd.com
57 SEL Trident Tower
Purana Paltan Lane (13th floor)
Suite No: 1305, Dhaka 1000, Bangladesh

বার্তা প্রদান এবং কনটেন্ট

অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কথোপকথন, ডিজাইন রিসোর্স এবং কর্মসূচিগুলো পরিচালনা করতে সহায়তা করার জন্য *সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস বিষয়ক জাতীয় কমিটি* অক্টোবরের প্রতিটি সপ্তাহে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করছে। এখানে সহায়ক পরিসংখ্যানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া আপনার কাজের সুবিধার জন্য বিষয়ভিত্তিক নমুনা নিবন্ধও যুক্ত করা হয়েছে সম্পূর্ণ বাংলায়। সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনায় এগুলো থেকে আপনি উপকৃত হতে পারেন।

ক্যাম্পেইনে অংশ নেয়া চ্যাম্পিয়নদেরকে সাপ্তাহিক বিষয়ভিত্তিক আলোচনার দিকনির্দেশনাগুলো অনুসরণ করতে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। মূল কনটেন্টগুলো ব্যবহার করে আপনার প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী নিজেদের মতো করে কর্মসূচির পরিকল্পনা করার বিষয়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

অক্টোবর ১: সূচনা

সচেতন রই #সাইবার_স্মার্ট_হই (Do Your Part. #BeCyberSmart)

সাইবার নিরাপত্তার মৌলিক নিয়মকানুন জানা এবং নিরাপত্তায় সেরা চর্চাগুলো নিয়মিত মেনে চলা শুধুমাত্র গোষ্ঠীভিত্তিক নয়, এটি সবার ব্যক্তিগত দায়িত্বের আওতায়ও পড়ে। এতে **সচেতন রই #সাইবার_স্মার্ট_হই (Do Your Part. #BeCyberSmart) -**এই মূল প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে অক্টোবর মাসজুড়ে সাইবার সচেতনতা মাসের কর্মসূচি পালিত হবে।

পরিসংখ্যান

- আইবিএমের তথ্য মতে ২০২০ সালে জরুরি বা অতি গোপনীয় তথ্য চুরিতে সংঘটিত প্রতিটি সাইবার অ্যাটাক বা ডাটা ব্রিচের ঘটনায় আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ গড়ে ৩ দশমিক ৮৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং প্রতিটি অ্যাটাক নির্ণয়ে এবং পুনরায় তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গড়ে ২৮০ দিন ব্যয় হয়েছে।
- সাইনেট-এর তথ্য মতে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে নতুন নতুন উপায়ে সাইবার অ্যাটাক বেড়েছে। ২০২০ সালে ৩৫ শতাংশ সাইবার অ্যাটাকে নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।
- ৮৮ শতাংশ ডাটা ব্রিচের ঘটনা ঘটে মানুষের ভুলের কারণে। (টিসাইনি)

ক্যাম্পেইনের সূচনায় যেসব বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে-

- সাইবার নিরাপত্তা এবং হুমকিগুলো: সহজ ধারণা বিনির্মাণ
- অনলাইনে সংযুক্ত বিভিন্ন ডিভাইস এবং সাইবার নিরাপত্তা: পাঁচটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়

৪-৮ অক্টোবর (প্রথম সপ্তাহ):
সাইবার স্মার্ট হও (Be Cyber Smart)

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রযুক্তি নির্ভরতা। অনলাইনে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সংরক্ষণ ও আদান-প্রদান দিনে দিনে বাড়ছে। ফলে বাড়ছে সাইবার অ্যাটাকের ঝুঁকি। সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাসে তাই ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের জায়গা থেকে সেরা নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হবে। একইসঙ্গে সাধারণ 'সাইবার হাইজিন' বা অনলাইনে নিজস্ব তথ্য নিরাপদ রাখার উপায়ও আলোচনায় থাকবে। সাইবার নিরাপত্তার বিভিন্ন মৌলিক আলোচনার প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তায় ব্যক্তি পর্যায়ে করণীয়সমূহ সবারই জানা প্রয়োজন। সব অনলাইন অ্যাকাউন্টের জন্যে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড নির্ধারণ, নিরাপদ জায়গায় পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ, মাল্টি ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন ব্যবহার, নিজস্ব তথ্যের অফলাইন ব্যকআপ রাখা এবং সফটওয়্যারগুলোর নিয়মিত আপডেট করার মাধ্যমে হতে পারে এর সূচনা। এভাবে সচেতন থাকার নামই তো সাইবার স্মার্টনেস!

পরিসংখ্যান

- ৬১ শতাংশ সাইবার অ্যাটাক বা ডাটা ব্রিচের ঘটনা ঘটেছে বিভিন্ন সাইটের দুর্বল ক্রেডিনশিয়ালের কারণে। *(সূত্র: ভেরিইজোন ডাটা ব্রিচ ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট)*
- ৫৬ শতাংশ আইটি ব্যবসায়ী মনে করেন, তাদের কর্মচারীরা 'ওয়ার্ক এট হোম' করার কারণে সঠিকভাবে সাইবার নিরাপত্তা নিয়মাবলী মানেননি *(সূত্র: টেসিয়ান)*
- মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন অনুসরণ না করার কারণে ৯৯ শতাংশ মাইক্রোসফট এন্টারপ্রাইজ একাউন্ট সাইবার অ্যাটাকের শিকার হয়েছে। *(সূত্র: জেডডিনেট)*

প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ও কনটেন্ট ধারণা

- সাইবার সিকিউরিটির বর্ণমালা (টুলকিটে সংযুক্ত আর্টিকেল)
- এমএফএ বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা
- র‍্যানসমওয়্যার (অনলাইনে ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য ব্লক করে দেয়া, বিনিময়ে ভিকটিমের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা আদায়) থেকে সুরক্ষায় ব্যাকআপ রাখার কৌশল

+88 01957-61-62-63
+88 01559-08-04-24
www.cyberawarebd.com
mail@cyberawarebd.com
57 SEL Trident Tower
Purana Paltan Lane (13th floor)
Suite No: 1305, Dhaka 1000, Bangladesh

১১-১৫ অক্টোবর (দ্বিতীয় সপ্তাহ)
ফিশিং প্রতিরোধ (Fight the Phish)

অনলাইনে ব্যবহৃত বা সংরক্ষিত ব্যক্তিগত বিশেষত আর্থিক লেনদেনের তথ্য হাতিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে, যেমন- ইমেইলে বা অন্য কোনো উপায়ে ক্ষতিকর ওয়েবলিংক ছড়িয়ে সাইবার হামলা করাকে ফিশিং অ্যাটাক বলে। কোভিড মহামারির কারণে ২০২০ সালে এ ধরনের ফিশিং অ্যাটাক এবং অনলাইন স্ক্যামের ঘটনা অনেক বেড়েছে। জানা গেছে এ পর্যন্ত অনলাইনে সংঘটিত রিপোর্টেড সাইবার অ্যাটাকের ৮০ শতাংশের বেশি হলো এ ধরনের সাইবার ফিশিং বা অনলাইন স্ক্যাম।

পরিসংখ্যান

- ২০২০ সালে ম্যালওয়ার বেড়েছে ৩৫৬% (সূত্র: হেল্প নেট সিকিউরিটি)
- এফবিআইএর সুত্রমতে, ২০২০ সালের অন্যতম রিপোর্টেড সাইবার ক্রাইম হলো অনলাইন ফিশিং। গত বছর এ নিয়ে তারা মোট ২ লাখ ৪১ হাজার ৩৪২টি অভিযোগ পেয়েছে।
- ভেরিজোন ডাটা ব্রিচ ইনভেস্টিগেশন প্রতিবেদন অনুযায়ী ৮০ শতাংশের বেশি রিপোর্টেড সাইবার অপরাধের ঘটনাই হলো সাইবার ফিশিংয়ের ঘটনা।

আলোচ্য বিষয়াদি ও প্রাসঙ্গিক আর্টিকেলসমূহ

- অনলাইন ফিশিং থেকে সুরক্ষার তিনটি মৌলিক উপায় (টুলকিটের আর্টিকেলটি সংযুক্ত রয়েছে)।
- সাইবার ফিশিং থেকে কীভাবে র‍্যানসমওয়ার সংঘটিত হয়
- সাইবার ফিশিং কীভাবে বুঝবেন? সতর্ক সংকেতগুলো বুঝতে পারা

+88 01957-61-62-63
+88 01559-08-04-24
www.cyberawarebd.com
mail@cyberawarebd.com
57 SEL Trident Tower
Purana Paltan Lane (13th floor)
Suite No: 1305, Dhaka 1000, Bangladesh

১৮-২২ অক্টোবর (তৃতীয় সপ্তাহ)

সাইবার সিকিউরিতে কর্মসংস্থান (Career in Cybersecurity)

সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক কর্মসংস্থান সম্পর্কে জানা, অভিজ্ঞতা নেয়া ও শেয়ার করা

সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এ বিষয়ক কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। সাইবার ওয়ার্ল্ড যেভাবে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সেভাবে বাংলাদেশেরও সক্ষমতা তৈরিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাইবার নিরাপত্তা খাতে যোগান দিতে কারিগরি বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে। এজন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করে সাইবার নিরাপত্তা প্রকৌশলী তৈরি করতে হবে। বহুমাত্রিক কাজের জন্য পৃথক গবেষণাগার তৈরি করতে হবে, যেখান থেকে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বহিঃবিশ্বে সাইবার নিরাপত্তা খাতে জনশক্তি রাফতানিরও সুযোগ তৈরি হবে।

বৈশ্বিক বিভিন্ন আয়োজনের পাশাপাশি বাংলাদেশে সিসিএ ফাউন্ডেশন ও আইসাকা ঢাকা চ্যাপ্টার সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাসে নেতৃত্ব দেবে । সপ্তাহব্যাপী আয়োজনে চলবে সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক কর্মসংস্থান নিয়ে নানান কার্যক্রম। পাশাপাশি যুব সমাজকে এ ধরণের কর্মসংস্থান বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করা হবে। শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে যারা ক্যারিয়ার পরিবর্তন নিয়ে ভাবছেন, তাদের যে কেউই সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক কর্মসংস্থান বেছে নিতে পারেন। সব শ্রেণির মানুষের জন্যে সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে কোনো না কোনো কাজের সুযোগ সবসময়ই রয়েছে।

পরিসংখ্যান

- ৮০ শতাংশ কোম্পানি বলেছে, সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক একজন ট্যালেন্ট খুঁজে পাওয়া ও নিয়োগ দেয়া আসলেই দুষ্কর। এমপ্লয়ি মার্কেটে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। *(সূত্র: গার্টনার)*
- আগামী পাঁচ বছরে *'এপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সিকিউরিটি, ডেভ স্পেক অপস্, কনটেইনার সিকিউরিটি, মাইক্রোসার্ভিসেস সিকিউরিটি এবং এপ্লিকেশন সিকিউরিটি কোড রিভিউ'*- সাইবার সিকিউরিটির সঙ্গে জড়িত এই কয়েকটি টেকনিক্যাল বিষয়ে চাকরির ক্ষেত্র হিসেবে সেরা তালিকায় থাকছে *(সূত্র: বার্নিং গ্লাস)*

আলোচ্য বিষয়াদি ও প্রাসঙ্গিক আর্টিকেলসমূহ

- সাইবার সিকিউরিটিতে ক্যারিয়ার বেছে নেয়ার গুরুত্ব *(আর্টিকেলটি টুলকিটে সংযুক্ত থাকবে)*
- বর্তমান সময়ে সাইবার সিকিউরিটিতে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহীদের যে পাঁচটি দক্ষতা থাকা জরুরি
- সেরা সাইবার ক্যারিয়ার বেছে নিতে তিনটি টিপস্

+88 01957-61-62-63
+88 01559-08-04-24
www.cyberawarebd.com
mail@cyberawarebd.com
57 SEL Trident Tower
Purana Paltan Lane (13th floor)
Suite No: 1305, Dhaka 1000, Bangladesh

অক্টোবর ২৫-২৯ (চতুর্থ সপ্তাহ)

সবার আগে সাইবার নিরাপত্তা (Cybersecurity First)

যেখানেই থাকুন না কেন, সাইবার নিরাপত্তাই হোক প্রথম বিবেচ্য বিষয়

সাইবার সচেতনতা মাসের চতুর্থ সপ্তাহে সিকিউরিটির বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হবে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সবার আগে তার উৎপাদিত সব পণ্য ও সেবার বিপণনে এবং প্রস্তুতকালে সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি সবার আগে প্রাধাণ্য দেয়া উচিত। তেমনি ব্যক্তিগত ব্যবহারের সময়ও ব্যবহারকারীকে সতর্ক হতে হবে। যে কোনো পেশাজীবী মানুষই সাইবার হামলার শিকার হতে পারেন। বাংলাদেশে সিসিএ ফাউন্ডেশন পরিচালিত সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে সর্বোচ্চ ৬১ দশমিক ৩১ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, এরপর যথাক্রমে ১৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থী, ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ বেসরকারি চাকরিজীবী এবং সর্বনিম্ন ১ দশমিক ১৯ শতাংশ সাংবাদিক সাইবার অপরাধের শিকার । বিস্তারিত **গবেষণা প্রতিবেদনটি পড়তে ক্লিক করুন এখানে**।

অনলাইনে যেকোনো পণ্য কেনার আগেই ভালোমতো খোঁজখবর নিতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে। কোনো নতুন ডিভাইস কিনলে বা অ্যাপস্ ইনস্টল করতে গেলে, ডিভাইসটি অনলাইনে নিরাপদ কি না তা যাচাই করতে হবে। ডিফল্ট পাসওয়ার্ডগুলো আপডেট করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো সাইবার সিকিউরিটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সবার আগে, পরে নয়।

পরিসংখ্যান

- বিশ্বে দুই-তৃতীয়াংশ কোম্পানির হাজারেরও বেশি সংবেদনশীল ফাইল তাদের কর্মীদের হাতে থাকে । (সূত্র: ভ্যারোনিস)।
- ২০২১ সালে সারা পৃথিবীতে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণে ৬০ বিলিয়ন ইউএস ডলারের বেশি খরচ হবে। (সূত্র: ক্যানালাইস)
- ফরচুন বিজনেস ইনসাইটস্-এর তথ্য মতে, ২০১৬ সালের মধ্যে আইটি ডিভাইস মার্কেটের মূল্যমান এক দশমিক এক ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

আলোচ্য বিষয়াদি ও প্রাসঙ্গিক আর্টিকেলগুলো:

- 'ওয়ার্ক এট হোম' মুডে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের জন্যে সাইবার সিকিউরিটি *(টুলকিটে সংযুক্ত আর্টিকেল)*
- রিমোট অফিস পরিচালনার ক্ষেত্রে *'৩৬০ ডিগ্রি সাইবার প্রিভেনশন অ্যাপ্রোচ'* অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা
- নতুন ডিভাইস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি সেটিংসের আবশ্যকীয় বিষয়গুলো
- **স্মার্ট সাইবার গবেষণা:** নতুন স্মার্ট ডিভাইস কেনার সময় সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক বিবেচ্য বিষয়াদি

+88 01957-61-62-63
+88 01559-08-04-24
www.cyberawarebd.com
mail@cyberawarebd.com
57 SEL Trident Tower
Purana Paltan Lane (13th floor)
Suite No: 1305, Dhaka 1000, Bangladesh

সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা ক্যাম্পেইনে যুক্ত হওয়ার উপায়

টুলকিটের এ পর্যায়ে রয়েছে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর কাছে সাইবার সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরামর্শ। এ মাসের উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যবহারকারীকে সাইবার নিরাপত্তায় দায়বদ্ধ করে তোলা এবং আচরণ/অভ্যাসগত পরিবর্তন। যেকোনো রিসোর্স তৈরি করার সময়, পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বা ইভেন্ট প্ল্যানিং করতে হবে এটি বিবেচনায় রাখতে হবে। তবেই অক্টোবর মাসের সকল উদ্যোগকে সফল হবে।

কর্মক্ষেত্রে, স্কুলে এবং কমিউনিটিতে কী কী কাজ করা যেতে পারে-

- বাংলাদেশে সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে অথবা সরাসরি **cyberawarebd.com** ওয়েবসাইট ভিজিট করে ২০২১ সালের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নিজেদের সংযুক্ত করা। সংস্থাকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ সম্পর্কে জানানো বা সংস্থার পরিকল্পনা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো।
- অনলাইনে বা অফলাইনে আয়োজিত সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস বিষয়ক জাতীয় কমিটির (এনসিক্যাম) সব জাতীয় কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া, অন্যদেরকে সংযুক্ত করা।
- সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাসকে অনলাইনে তুলে ধরতে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ফটো ফ্রেম, সোশ্যাল মিডিয়া কভার ফটো ও হ্যাশট্যাগগুলো (সচেতন রই **#সাইবার_স্মার্ট_হই #BeCyberSmart**) পোস্ট ও শেয়ার করা। এ বিষয়ক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট দেয়া।
- সহকর্মী, চাকরিদাতা, ক্রেতা এবং/এছাড়াও স্কুল কলেজের সহপাঠীদের ব্যক্তি উদ্যোগে ইমেইল পাঠানো এবং ব্যক্তিগত বা সংস্থা কীভাবে ক্যাম্পেইনে যোগ দেবে, কী কী ইভেন্ট আয়োজন করবে ইত্যাদি পরিকল্পনার কথা জানানো।
- সহপাঠীদের নিয়ে অনলাইনে পোস্টার বা ভিডিও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। প্রতিযোগিতা বা প্রতিযোগিদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার।
- সাইবার সচেতনতা মাস উদযাপনের বিষয়ে সংস্থার বা বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিনিময় করা এবং তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যমে জানানো। সাইবার সচেতনতা বিষয়ে তাদের ইতিবাচক মনোভাব বা অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ছোট ছোট ম্যাসেজ ভিডিও বানানো ও প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া।
- ছোটোদলে বা অনলাইনে স্মার্ট কম্পিউটার চর্চা ও সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বা কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন ইভেন্ট ও প্রশিক্ষণ আয়োজন
- কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষদের ইমেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং অনলাইন লেনদেনের বিষয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে সচেতনতা বৃদ্ধি

+88 01957-61-62-63
+88 01559-08-04-24
www.cyberawarebd.com
mail@cyberawarebd.com
57 SEL Trident Tower
Purana Paltan Lane (13th floor)
Suite No: 1305, Dhaka 1000, Bangladesh

- সাইবার সচেতনতা মাসের ক্যাম্পেইন লোগোটি অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বা বাহ্যিক ওয়েবসাইটে ব্যবহার করা। বাংলাদেশে সাইবার সচেতনতা মাস বিষয়ক জাতীয় কমিটির (এনসিক্যাম) ওয়েবসাইট লিংকটি **(cyberawarebd.com)** আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা।
- প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের তরফ থেকে সাইবার সচেতনতা মাস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কোনো একটি প্রমোশন ইস্যু করা- যেমন পণ্যের উপর মাসজুড়ে ছাড় দেয়া, অনলাইনে কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন কিংবা ক্রেতাদের কোনো উপহার দেয়া
- সাইবার সচেতনতা মাসের টুলকিটে থাকা প্রেস রিলিজের নমুনা কপিটি অনুসরণ করে নিজস্ব প্রেস রিলিজ তৈরি করা ও গণমাধ্যমে প্রচার করা। মিডিয়া এলার্ট হিসেবেও কোম্পানি এটি প্রচার করতে পারে। কিংবা নিজস্ব ওয়েবসাইটেও আপলোড করা যায়।
- টেক নির্ভর প্রতিষ্ঠানে একটি 'ফিসিং অ্যাটাক' সিমুলেশন করা যায়। যারা যারা ভালো করবে বা সংযুক্ত থাকবে, তাদের পুরস্কার দেয়া।
- অক্টোবর মাসকে *সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস (ক্যাম)* হিসেবে উদযাপন শেষে আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট, সফলতা এবং সেরা চর্চাগুলো তুলে ধরে প্রতিষ্ঠানের সবাইকে ইমেইল পাঠানো।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে বাসায় করণীয়

- পরিবারের সবাই যেখানে বসে অনলাইন ব্যবহার করে, সেখানে সাইবার সচেতনতা মাসের মূল বার্তাগুলো প্রিন্ট করে বা বড় করে হাতে লিখে লাগিয়ে রাখা
- পরিবারের সদস্যর অংশগ্রহণে *'খাবার টেবিলে' বা 'বসার রুমে'* সাইবার সচেতনতা নিয়ে কথা বলা যায়। পরিবারের সচেতন সদস্য হিসেবে অন্যদেরও সচেতন করা, এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।
- পরিবার ও বন্ধুদের কাছে সচেতনতার বার্তা নিয়ে ইমেইল পাঠানো। প্রয়োজনে ফোনে এ বিষয়ে গল্প করা।

+88 01957-61-62-63
+88 01559-08-04-24
www.cyberawarebd.com
mail@cyberawarebd.com
57 SEL Trident Tower
Purana Paltan Lane (13th floor)
Suite No: 1305, Dhaka 1000, Bangladesh

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার

সাইবার সচেতনতা মাসের বিভিন্ন আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংযুক্ত হওয়া। বাংলাদেশে এনসিক্যাম, সিসিএ ফাউন্ডেশন, বিশ্বে এনসিএসএ এবং সিআইএসএ প্রতিষ্ঠানগুলো আশা করে পুরো অক্টোবরজুড়ে বিভিন্ন পোস্ট দেওয়ার মাধ্যমে আপনি **চ্যাম্পিয়ন** হিসেবে নিজের অবস্থান তুলে ধরবেন।

অনলাইনে নিরাপদ কীভাবে থাকা যায়? এ বিষয়ে পোস্ট দিন। প্রতিটি পোস্টে প্রতিবার **#সাইবার_স্মার্ট_হই #BeCyberSmart** এই হ্যাশট্যাগ দুটি যুক্ত করুন।

এনসিক্যাম ও সিসিএ ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট থেকে ফেইসবুক, টুইটার এবং লিংকডইনে ব্যবহার উপযোগী **সোশ্যাল মিডিয়া গ্রাফিক্স** নামিয়ে নিন এবং ব্যক্তিগত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যবহার করুন।

বাংলায় তৈরিকৃত সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এবং গ্রাফিক্স ডাউনলোড করুন। এগুলো সরাসরি ব্যবহার করা যাবে। চাইলে আপনার পছন্দের বার্তা ও রিসোর্স ব্যবহার করে কাস্টোমাইজ করে নিতে পারেন।

আপনার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ছবি বদলে দিয়ে সাইবার সচেতনতা মাসের লোগো (Logo) বসাতে পারেন। অথবা প্রোফাইলে ছবির সঙ্গে লোগোটি একসঙ্গে সারা অক্টোবর মাসজুড়ে ব্যবহার করতে পারেন।

আগ্রহ বোধ করেন-এমন বিষয়ে ব্লগ লিখুন। কোন বিষয় নিয়ে ব্লগ লিখবেন- এটি ঠিক করতে টুলকিটে উল্লেখিত প্রতি সপ্তাহের কনটেন্ট ধারণা ও প্রবন্ধগুলো দেখে নিতে পারেন।

বিভিন্ন বিষয়ে আপডেটেড থাকতে বাংলাদেশে ক্যাম জাতীয় কমিটির ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ, সিসিএ ফাউন্ডেশনের টুইটার, ফেইসবুক, ইউটিউব, লিংকড ইন ফলো করুন।

+88 01957-61-62-63
+88 01559-08-04-24
www.cyberawarebd.com
mail@cyberawarebd.com
57 SEL Trident Tower
Purana Paltan Lane (13th floor)
Suite No: 1305, Dhaka 1000, Bangladesh

অনলাইন ইভেন্ট বা ট্রেনিং পরিচালনা

অনলাইনে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে কোনো ইভেন্ট বা ট্রেনিং পরিচালনা করা খুবই সহজ। কীভাবে কাজটি শুরু করা যায়? নিচে কিছু ধারণা দেয়া হলো-

সহজ করে ভাবা

সাইবার নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে আপনার অংশগ্রহণকারী যেন ভয় না পেয়ে যায়। ইভেন্টে বা ট্রেনিংয়ে যোগ দেয়া মানুষগুলোকে সহজভাবে বুঝিয়ে বলবেন। হাস্যরসাত্মক ও সাবলীল পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে তাদেরকে বিষয়বস্তুর গভীরে নিয়ে যাবেন।

নেতৃস্থানীয়দের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

প্রতিষ্ঠানে কোনো ইভেন্ট বা ট্রেনিংয়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংযুক্ত করুন। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ করপোরেট সংস্কৃতিতে সাইবার নিরাপত্তা চর্চা নিশ্চিত করবে।

সামঞ্জস্যপূর্ণ, উপভোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

- নিজের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, উপভোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নই একজন চ্যাম্পিয়নের সফলতা। তাই আপনার অনুষ্ঠানটিকে সৃজনশীল করে তুলতে, নিচের পরামর্শগুলো অনুসরণ করুন-
- হাতে কলমে দেখানো যায়, এমন পর্ব রাখুন। যেমন কীভাবে কোম্পানির অনুমোদিত ভিপিএন ব্যবহার করতে হয়, তা শেখানো। কিংবা কীভাবে সুরক্ষিত ওয়েবসাইট চেনা যায়-তা দেখিয়ে দেয়া।
- রোল প্লে করুন। কোনো একটি জরুরি পরিস্থিতি তৈরি করে, বিভিন্ন দলকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে দিন।
- বিভিন্ন সাইবার ক্রাইম নিয়ে মৌলিক আলোচনা করুন। সেরা চর্চাগুলো কী কী হতে পারে, বুঝিয়ে বলুন। তারপর কোনো একটি গেইম বা প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করুন।
- সাধারণ প্রশ্নোত্তর পর্ব বা মুক্ত আলোচনার জন্যে বেশি সময় রাখুন।
- ঘরে বা যার যার কাজের জায়গায় সাইবার সচেতনতা চর্চার উপায়গুলো দেখিয়ে দিয়ে বিষয়টিকে কর্মীর যাপিত জীবনের সঙ্গে মানানসই ও প্রাসঙ্গিক করে তুলুন।

স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদান

কুইজ বা সঠিক উত্তর প্রদান পর্ব পরিচালনা শেষে টি-শার্ট, স্টিকার, মগ ইত্যাদি উপহার দিয়ে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করুন

ফলোআপ

ইভেন্ট বা ট্রেনিং পরিচালনা শেষে আবারো অংশগ্রহণকারীদের কাছে ফিরে যান। তাদের ধন্যবাদ দিয়ে ইমেল পাঠান। সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বলিত হ্যান্ডআউটস্ সংযুক্ত করুন।

+88 01957-61-62-63
+88 01559-08-04-24
www.cyberawarebd.com
mail@cyberawarebd.com
57 SEL Trident Tower
Purana Paltan Lane (13th floor)
Suite No: 1305, Dhaka 1000, Bangladesh

নিজের ইভেন্টকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত করার উপায়

- বিভিন্ন ধরনের উপকরণে সাইবার সচেতনতা মাসের লোগো ব্যবহার
- ইভেন্টের দাওয়াতপত্র
- ইভেন্টের ব্যাকড্রপ
- প্রেস ম্যাটেরিয়াল/ঘোষণাপত্র

সোশ্যাল মিডিয়া

- ইভেন্ট সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখালিখি করা। হ্যাশট্যাগ **#সাইবার_স্মার্ট_হই #BeCyberSmart** ব্যবহার করা।
- বাংলাদেশে ক্যাম জাতীয় কমিটির ওয়েবসাইটে ইভেন্ট ক্যালেন্ডারে নিজের ইভেন্ট সংযুক্তি
- সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চ্যাম্পিয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম-পরিচয় ওয়েবসাইটে সংযুক্তি

www.facebook.com/cyberAwareMonth | www.cyberawarebd.com|

ইমেইল: mail@cyberawarebd.com, nccambd@gmail.com | ফোন: +88 01957 61 62 63

যে সকল তথ্য ক্যাম জাতীয় কমিটির কাছে পাঠাবেন -

ক. ইভেন্টের শিরোনাম
খ. ইভেন্টের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
গ. ইভেন্ট তারিখ ও সময়
ঘ. ইভেন্ট ওয়েবসাইট (যদি থাকে)
ঙ. ইভেন্ট লোকেশন

সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস (ক্যাম) অক্টোবর ২০২১ বিষয়ক বিশেষ ওয়েবসাইট সেগমেন্টে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের /ইভেন্টের হাইপারলিংক সংযুক্তি

ইভেন্ট চলাকালে করণীয়

ক. আপনার আলোচ্যসূচি ও প্রস্তুতকৃত সব কনটেন্ট **'সচেতন রই #সাইবার_স্মার্ট_হই'** এই প্রতিপাদ্য ও প্রত্যেক সপ্তাহের জন্যে আলাদা করে নির্ধারণ করা আলোচ্যসূচির সঙ্গে মিলিয়ে নিন
খ. টুলকিটে দেয়া **'চ্যাম্পিয়নের পাওয়ারপয়েন্ট টেমপ্লেট'** ব্যবহার করুন
গ. অনলাইনে আলোচকদের টুলকিটে দেয়া **'ভিডিও কনফারেন্স ব্র্যাকগ্রাউন্ড'** ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা

ইভেন্টে সাইবার সচেতনতা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ বক্তার প্রয়োজন হলে

বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় সাইবার সচেতনতা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ বক্তার প্রয়োজন হলে সরাসরি যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ইমেইল: mail@cyberawarebd.com, nccambd@gmail.com | ফোন: +8801957 61 62 63

+88 01957-61-62-63
+88 01559-08-04-24
www.cyberawarebd.com
mail@cyberawarebd.com
57 SEL Trident Tower
Purana Paltan Lane (13th floor)
Suite No: 1305, Dhaka 1000, Bangladesh

যোগাযোগ

সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস বিষয়ক জাতীয় কমিটি

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে (আমেরিকা, নরওয়ে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে) ২০০৪ সাল থেকে অক্টোবরকে 'সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস' হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায়, আগামী ১ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২১ বাংলাদেশে বর্ণিল আয়োজনে 'সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস-(ক্যাম) অক্টোবর ২০২১' উদযাপিত হতে চলেছে। বাংলাদেশে আয়োজিত সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাসের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে যেকোনো প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের অফিসিয়ালি অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

বাংলাভাষীদের জন্য এবারের সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে **'সচেতন রই, #সাইবার_স্মার্ট_হই ' (Do Your Part. #BeCyberSmart)**| অনলাইনে নিরাপদ থাকতে, অন্যকে নিরাপদ রাখতে প্রত্যেক ব্যবহারকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের করণীয় কী কী- সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাসের আয়োজনগুলোকে সাজানো হয়েছে। বাংলাদেশে এই ক্যাম্পেইনে নেতৃত্ব প্রদানকারী ***সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস বিষয়ক জাতীয় কমিটি-এনসিক্যাম (বাংলাদেশ)*** - প্রযুক্তিবিদদের আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ইনফরমেশন সিস্টেম অডিট অ্যান্ড কন্ট্রোল অ্যাসোসিয়েশন-আইসাকা ঢাকা চ্যাপ্টার এবং দেশীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের একটি যৌথ উদ্যোগ। এই দুইটি সংগঠনের প্রতিনিধি ছাড়াও-স্বনামধন্য করপোরেট ব্যক্তিত্ব ও সাইবার বিশেষজ্ঞরা জাতীয় কমিটিতে যুক্ত আছেন। আগামী অক্টোবর মাসে এই কমিটি জাতীয়ভাবে সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস উদযাপন করবে।

https://www.cyberawarebd.com

আইসাকা ঢাকা চ্যাপ্টার

- তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবীদের আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইনফরমেশন সিস্টেমস অডিট অ্যান্ড কন্ট্রোল অ্যাসোসিয়েশনের (আইসাকা) ঢাকা চ্যাপ্টার। আইসাকা একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। তথ্যপ্রযুক্তি নিরাপত্তা ও অডিটের বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নে কাজ করে থাকে এই সংগঠন। বাংলাদেশসহ প্রায় ২০০টি দেশের এক লাখ ৪৫ হাজারের বেশি পেশাজীবী এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। https://engage.isaca.org/dhakachapter/home

সিসিএ ফাউন্ডেশন

- সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন (সিসিএ ফাউন্ডেশন)। এটি একটি দেশীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। ২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশে সাইবার নিরাপত্তা আন্দোলন জোরদারকরণে সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজনসহ মাসব্যাপী সাইবার সচেতনতা ক্যাম্পেইন ইত্যাদি পরিচালনা করে আসছে। মূলত সাইবার সচেতনতা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, নেতৃত্ব তৈরি ও সার্বিকভাবে সমাজে সুস্থ সাইবার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা- এই ৫টি বিষয়ে এই সংগঠন কাজ করছে। https://www.ccabd.org/

- গবেষণাপত্র: বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ প্রবণতা ২০২১, রিসার্চ সেল, সিসিএ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

+88 01957-61-62-63
+88 01559-08-04-24
www.cyberawarebd.com
mail@cyberawarebd.com
57 SEL Trident Tower
Purana Paltan Lane (13th floor)
Suite No: 1305, Dhaka 1000, Bangladesh